পরিশেষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ব্যাপকতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, যা অবশ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তারই ইঙ্গিতবাহী। আসলে বিষয়-বৈচিত্র্যে অনুপম এই শিল্পের 'শেষ নাহি যে'— তাই 'শেষ কথা কে বলবে?' অধ্যাপক-সমালোচক সুধীর চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের 'সর্বনাশ' ও 'সর্বস্ব'। রবীন্দ্রনাথের অনন্য গীতিসত্তার কাছে কাল যেন হার মেনেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি চরণ, 'ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে- সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়' এই প্রসঙ্গে উচ্চারণ করাই যথার্থ। সূচনা লগ্ন থেকেই জয়যাত্রার কেতন উড়িয়ে চলেছে 'রবিবাবুর গান', যা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে' উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের কেবল এগিয়ে নিয়ে যায় 'আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে'র মধ্য দিয়ে। সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞানের জয়ঘোষণা সব কিছুর পরেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে আশ্রয় নিতেই হয়, বিশেষ করে বাঙালিদের। রবীন্দ্রসঙ্গীত যতই উচ্চ পাঠ্যক্রমের বিষয় হোক আর গবেষণার বিষয় হোক, এ সবের থেকে বের হয়ে এ কথা মেনে নিতেই হয় কথা-সুর-তাল-ছন্দের এই 'অধরা মাধুরী' বুঝে আর না বুঝেও আমরা বলতে পারি, 'ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই', সব কিছুর পরে এটাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামতের বাইরে যদি আর কেউ একটি কথাও না বলে চুপ করে থাকতেন, তা হলে কী হতো? আর যদি কবির জীবিতকালেই তাঁর গান নিয়ে সমকালীনরাও কোনও অনুভূতির প্রকাশ না করতেন? কিন্তু তা হয়নি, হবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাঙালির গীতি পরিমণ্ডলে

যে আশ্চর্য রকমের বিবর্তন এসেছিল, তার আবেদন চিরকালীন। রবীন্দ্রসমকালীন পর্ব থেকে আজ কবির গ্রন্থবিলোপিত পর্ব ছড়িয়ে কবির সার্ধশতবর্ষ উত্তীর্ণ লগ্নেও রবীন্দ্রসঙ্গীতই আমাদের আলোচনায় এসে যায় বারবার। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ধারণ হয়েছে, এবং 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' একটি বিষয়রূপে পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে। তাছাড়া এ কথাও সত্য যে, এ যাবৎ প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা চর্চার গ্রন্থতালিকা সম্পূর্ণরূপে হয়তো বলা সবার পক্ষেই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আসলে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থের সম্পূর্ণ পঞ্জীকরণও হয়তোবা সেভাবে করা হয়নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনার ইতিবৃত্ত নিয়েও খুব বেশি গবেষণা সন্দর্ভ তৈরি হয়নি কিংবা সম্পূর্ণ প্রকাশনার সংবাদ পাওয়াও সম্ভবপর নয়।

আলোচ্য সন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে বহু গ্রন্থেরই উপযোগীতা, জনপ্রিয়তা ধরা পড়ে গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ থেকে পরবর্তী সংস্করণে উত্তীর্ণতা দেখে। এই ধারা সবক'টি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থেই কমবেশি রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াত্মক ও ঔপপত্তিক নানা দিকের আলোচনা করেছেন প্রফুল্লকুমার দাস, সুবিনয় রায় ষাটের দশকে। পরবর্তীতে এই ধারাতেই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সত্তরের দশকে অমল মুখোপাধ্যায়, কিরণশশী দে-র আলোচনাও যথেষ্ট ব্যাপ্ত। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আলোচনা সমৃদ্ধ উক্ত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় নির্ভরযোগ্য অবশ্য পাঠ্য বলেই বিবেচনা করা যায়। ষাটের দশক ও সত্তরের দশকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি' যা বর্তমানে অখণ্ড গ্রন্থরূপে প্রকাশিত, গ্রন্থটি উপযোগীতার ক্ষেত্রে সবসময় গীতবিতানের পাশেই তার অবস্থান নির্ণয় করে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনাকে সুর-তাল-ছন্দগত দিক দিয়ে সুরাশ্রয়ী আর কথা ও ভাবের দিক থেকে যদি তত্ত্বাশ্রয়ী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তা হলে সুরাশ্রয়ী আলোচনায় কোষগ্রন্থ হিসেবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাগ-সুর-তালের সন্ধান দিয়েছেন সুধীর চন্দ নব্বইয়ের দশকে। স্বরলিপির সমস্যা, বিকৃতি ইত্যাদি নানা প্রসংগ উঠে এসেছে সমালোচক ও গবেষকের লেখনীতে। মূলত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণশশী দে, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নানা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালীন স্বরলিপির সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রয়াণ পরবর্তী স্বরলিপির পরিবর্তন, স্বরলিপিকারদের অবমাননা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁরা বক্তব্য রেখেছেন। পরবর্তীতে সন্‌জিদা খাতুন, আল্পনা রায়, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত প্রমুখ সহ অনেকেই অল্পবিস্তর এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের মনে হয় স্বরলিপির এ ধরনের তথ্য আজকের দিনে ঐতিহাসিক তথ্য রূপেই বিবেচিত হওয়া ভাল। কারণ 'স্বরবিতান'-এ যে সুর রয়েছে এছাড়া যে সুরান্তরগুলি এখনও অন্তর্ভুক্তি পায়নি তার বিষয়ে ভবিষ্যৎই বলবে। প্রকাশকরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন বলে মনে হয়। আসলে একেবারে আজকের দিনে সুর তথা স্বরলিপি ঠিক রাখলেও রবীন্দ্র-গানের 'গায়কী'-র দুরবস্থা লক্ষ্য করার মতো। আশির দশকে সুচিত্রা মিত্র তাঁর আলোচনায় 'গায়কী' ও 'ঢঙ' এই দুইয়ের যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বিষয়টিকে সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। 'গায়কী' বিষয়ে সুচিত্রা মিত্রের মতো, এমন পরিস্কার করে অন্যরা কেউ বোঝাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যাই হোক, 'গায়কী'র সংজ্ঞা বুঝেই তো হবে না, রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'গায়কী'র প্রয়োগে যথার্থ দীর্ঘ শিক্ষা, রাবীন্দ্রিক পরিবেশ, রুচি এ বিষয়েও আমাদের যত্ন নিতে হবে। ষাটের দশকে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় চমৎকার ভাবে 'চাঁদের আলোর আভা'র সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধুরীর তুলনা করেছেন। সম্ভবত এ কথা

বলা যেতেই পারে নিতান্ত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকলেও আজকের দিনে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরাও কেউ কেউ গায়কীর বাইরে এসে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে মুক্ত ছন্দ বা তালছাড়া গান যাকে বলতে ভালো লাগে অনিবদ্ধ আলাপরীতির গান— এ বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। একেবারে একবিংশ শতকের প্রথম দশকেও সুভাষ চৌধুরীর মতন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এ ধরনের গানে গায়ক থেকে গায়কে সুরগত তফাতের কথা বলে এ বিষয়ে সুরের সমতা রক্ষায় ঢালাগানের স্বরলিপি নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিষ্ঠাবান শিল্পীরা যদি স্বরলিপি প্রকাশকদের পথ না চেয়ে নিজেদের প্রতিভাগুণে ঢালাগান গুলির যে প্রামাণ্য সুর বিশিষ্ট শিল্পীদের রেকর্ডে রয়েছে তা শুনে শুনে সংশ্লিষ্ট গানগুলির স্বরলিপি নির্মাণ করেন, তবেও তো এ ধরনের গানের হরেক্‌রকম্‌বা থেকে মুক্তি ঘটতে পারে। ১৯৬১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কালসীমায় নিবদ্ধ আলোচ্য সন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরসংযোজনাগত বৈশিষ্ট নিয়ে অনেকগুণীই যথার্থ বক্তব্য রেখেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণী ও ভাব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী তথা অনুরাগীদের রবীন্দ্রনাথের গানকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য করে। সুর, তাল, ছন্দকে সঙ্গে নিয়ে 'কথার যে গান হয়ে ওঠা' তার উপলব্ধি এনে দেয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, শিক্ষক সহ অন্যান্যরা এ বিষয়ে অপূর্ব সুন্দর আলোচনা করেছেন। তবে বিশেষ করে বিশিষ্ট কয়জন সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কবি, তাত্ত্বিক, অধ্যাপকদের আলোচনায় সত্তরের দশক থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের শুধু ঋদ্ধ করেনি, দিক নির্দেশও করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানকে তাঁদের ভাবনার আলোয় নতুন করে পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতে হয়, তাঁরা হলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অরুণ কুমার বসু, সুধীর চক্রবর্তী,

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আল্পনা রায় প্রমুখ। তাঁদের তাত্ত্বিক আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের ভুবনও সমৃদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিয়ে আলোচনা, গবেষণাচর্চা চলতেই থাকুক নিরন্তর। প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নে প্রকাশ পাবে গভীরতর সত্য।